দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 13 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ...৭... কলাম ...(৩)...

বৃত্তি চাই না, সমাপনী পরীক্ষা বাতিল চাই

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের দাবি এখন একটাই– 'বৃত্তি চাই না, সমাপনী পরীক্ষা বাতিল চাই।' ২০১৬ সাল থেকে প্রাথমিকের সমাপনী পরীক্ষা বন্ধের দাবি নিয়ে গতকাল রোববার সকালে রাজধানীর গ্রিনরোডে ওয়াইডব্লিউসি স্কুলের সামনে মানববন্ধন করেন তারা।

কর্মসূচিতে অংশ নেন রাজধানীর উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মেহেরুন্নেসা গার্লস স্কুল, অগ্রণী স্কুল, গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুল, ওয়াইডব্লিউসি স্কুলসহ বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। পরে অভিভাবকরা আগামী ১৪ জুলাই ঢাকা কলেজের সামনে একই দাবিতে বৃহত্তর মানববন্ধন কর্মসূচির ডাক দেন।

মানববন্ধনকালে অভিভাবকরা জানান, পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা শুধু সার্টিফিকেটসর্বস্ব। এটা কোথাও কোনো কাজে লাগে না। তাই বাচ্চাদের ওপর কেন এই মানসিক নির্যাতন? অন্যদিকে সন্তানদের চেয়েও বেশি মানসিক চাপে থাকেন অভিভাবকরা। কারণ সবাই চান সন্তান ভালো ফল করুক। তাই পরীক্ষার আগে রাতদিন স্কুল, কোচিং ও প্রাইভেটে ছোটাছুটি করতে হয় সন্তানদের নিয়ে।

শিক্ষার্থী অভিভাবকদের এক দাবি

ওয়াইডব্লিউসি স্কুলের শিক্ষার্থী রাইসা ও তার সহপাঠীরা জানান, পরীক্ষার চাপে তারা অতিষ্ঠ। খেলাধুলা বন্ধ। বেড়াতে যাওয়া বন্ধ। বেড়াতে গেলেও বই সঙ্গে নিয়ে যায় তারা। একই স্কুলের এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক পুতুল জানান, সরকার যেহেতু পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষাস্তর নির্ধারণ করেছে। তাহলে কেন, প্রাথমিকস্তরে দুটি পাবলিক পরীক্ষা?

আরেক অভিভাবক জয়নাথ জানান, প্রতিদিন সকাল ৬টায় বাসা থেকে বেরিয়ে সন্ধ্যা ৬টায়ও বাসায় ফেরা যায় না, কারণ সন্তানের স্কুল, কোচিং। এদিকে শহরে যানজট নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এই যানজট ঠেলেই লেখাপড়ার স্বার্থে একজন অভিভাবক সন্তানকে নিয়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে দৌড়ান। কিন্তু সব সময় কি এটা করা সম্ভব? রোদ-বৃষ্টি-যানজট উপেক্ষা করে এই দৌড়ঝাঁপে শিক্ষার্থী ও অভিভাবক উভয়ই অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ ছাড়া সড়ক দুর্ঘটনার ভয় তো আছেই। অগ্রণী স্কুলের অভিভাবক শামীম আহমেদ জানান, সম্প্রতি গণমাধ্যমে খবর এসেছে– সরকার প্রাথমিক সমাপনীতে দেওয়া বৃত্তি জটিলতায় এ পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্তে দোটানায় আছে। তবে আমার মতে, আমরা বৃত্তি চাই না। সমাপনী পরীক্ষা বাতিল চাই। আরেক অভিভাবক তুলি জানান, যারা বৃত্তির জন্য আগ্রহী তারা আলাদাভাবে বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারে। কিন্তু সরকার বৃত্তির নামে জোর করে সবার ওপর এ পরীক্ষা চাপিয়ে দিচ্ছে। এর কোনো যৌক্তিকতা নেই। গত ৩১ মে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান সাংবাদিকদের জানান, আমরা চাই প্রাথমিক সমাপনী একটি হবে, আর তা অষ্টম শ্রেণিতে। অষ্টম শ্রেণির পরীক্ষা শেষে আমরা শিক্ষার্থীদের সনদ দেব। চলতি বছর পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা হবে কিনা– এ প্রশ্নে তিনি বলেন, এ বছর থেকে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে। সেক্ষেত্রে পরীক্ষা নাও হতে পারে। তবে যেহেতু এখনো ছয় মাস হাতে আছে। সিদ্ধান্ত পরে জানা যাবে।

মন্ত্রণালয়ের এমন সিদ্ধান্তের পর গত কয়েক সপ্তাহ ধরে সারা দেশে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা চলতি বছর থেকেই বাতিলের দাবি জানিয়ে আসছেন। তাদের দাবির বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী জানান, পঞ্চম শ্রেণিতে সমাপনী পরীক্ষা না নেওয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। তবে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তে এই পরীক্ষা চালু হয়। তা বিলুপ্ত করতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভা থেকেই নেওয়া হবে।